চুয়াডাঙ্গায় হত্যা মামলায় একজনের যাবজ্জীবন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় শাহিন হত্যা মামলায় আলম বিশ্বাস নামের একজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

সোমবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও দায়রা জজ মোহা. রবিউল ইসলাম আসামীর উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায় ঘোষণার পর আসামীকে পুলিশী প্রহরায় কারাগারে নেয়া হয়। দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস দামুড়হুদার রঘুনাথপুর গ্রামের মৃত আজিজ বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ৪ এপ্রিল সকালে পূর্ব বিরোধের জের ধরে রঘুনাথপুরের আব্দুর রাজ্জাক বিশ্বাসের ছেলে শাহিনকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের পিতা বাদী হয়ে দন্ডপ্রাপ্ত আলম বিশ্বাস, তার ছেলে ডালিমসহ কয়েকজনকে আসামী করে দামুড়হুদা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দামুড়হুদা থানার এসআই আবু জাহের তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। আদালত এ মামলায় ১৯ জন স্বাক্ষীকে পরীক্ষা করেন।

স্বাক্ষীদের স্বাক্ষ্য ও তথ্য উপাত্ত পরীক্ষা শেষে আসামী আলম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত। এ মামলার অন্য আসামী ডালিম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাকে খালাস প্রদান করেন।
-চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

গাংনী সন্ধানী স্কুল এন্ড

কলেজের শিক্ষার্থীদের মিল শেয়ারিং অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সন্ধানী সংস্থার
খ্যাতনাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে মিল শেয়ারিং অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল সাড়ে দশটার সময় উপজেলা পরিষদের শহীদ মিনার চত্বরে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিৎ থেকে শিক্ষার্থীদের সাথে মিল শেয়ারিং করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান।

অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিৎ ছিলেন সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও জেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মহাঃ আবু জাফর, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান, ফুলকুড়ি শিশু শিক্ষালয়ের অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, জাতীয় পার্টি জেপির জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আঃ হালিম সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও সাংবাদিক বৃন্দ।

সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের মিল শেয়ারিং অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা অত্যান্ত অভিভুত হয়ে প্রতিষ্ঠানটির ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন শিক্ষার্থীদের একে অপরের যে মিল শেয়ারিং করা এটা তাদের মধ্যে

সহযোগিতা মুলক মনোভাব ও সৌহার্দ্যপূর্ন আচরণে অভ্যস্ত করবে তা সত্যিই আগামী প্রজন্মের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মোঃ হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ হতে উপজেলা পরিষদের শহীদ মিনারে রাস্তার এক পাশ দিয়ে বড়ভাইদের অর্থাৎ ৩য় শ্রেনীর শিক্ষার্থীরা ৪র্থ শ্রেনীর শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় সু- শৃংখলভাবে হেঁটে অনুষ্ঠানস্থলে পৌছবে আবার একইভাবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফিরে যাবে।

এতে করে তারা রাস্তায় কিভাবে সু-শৃংখলভাবে চলা ফেরা করতে হয় সেটা হাতে কলমে তার শিখবে। প্রায় ১৮ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটি

শিক্ষার্থীদের এ চর্চা করে আসছেন বলে অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান জানান।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে আবারো অবৈধ পরিবহনের বলি জামাল

মেহেরপুরে আবারো অবৈধ পরিবহন আলগামন উল্টে নিহত হয়েছে জামাল নামের এক দিন মজুর। সোমবার সকালে সদর উপজেলার বারাদি বাজারে এ ঘটনা ঘটে। নিহত জামাল মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে।

এছাড়াও শিবপুর গ্রামের রিপন ও আব্বাস নামের দুই জন জখম হয়েছে। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

জানা যায়, ৬-৭ জনের এবটি দিন মজুরের দল বারাদিতে কপি কাটার উদ্দেশ্যে আলগামন যোগে যাচ্ছিল। এমন সময় বারাদি বাজারে অপর একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে উল্টে যায় এতে জামাল, রিপন ও আব্বস গুরুতর জখম হয়। তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুরে জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে আসলে পথিমধ্যেই জামালের মৃত্যু হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

প্রশিক্ষণ স্থলে গিয়ে পাওয়া

যায়নি প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের, সরকারি অর্থ তছরুপে নানা কৌশল

চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে চলমান শিশুদের সাঁতার প্রশিক্ষণ নিয়ে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অনেকটা সংগোপনে চলা এ কার্যক্রমের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে পাওয়া যায়নি এর প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণার্থীদের। নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করায় স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রনালয়ের ক্রীড়াপরিদপ্তরের অর্থায়ণে তৃণমুল পর্যায়ে ক্রীড়া উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া কর্মসূচী ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া অফিসের মাধ্যমেও এমন প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা রয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চুয়াডাঙ্গার নিভৃত পল্লী মাখালডাঙ্গা চলছে মাসব্যাপি সাঁতার প্রশিক্ষণ। কর্তৃপক্ষের মতে গত ৩০ অক্টোবর এ কার্যক্রম শুরু হলেও কয়েক দফা প্রশিক্ষণস্থলে গিয়ে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের দেখা পাওয়া যায়নি।

স্থানীয়রা জানায়, মাঝে মাঝে মাখালডাঙ্গা-দ্বীননাথপুর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে সাঁতার প্রশিক্ষণের জন্য যে পুকুর নির্বাচন করা হয়েছে তা একেবারে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। এতে শিশুরা অসুস্থ হতে পারে।

অভিযানে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া অফিসার আমিনুল্লাহ আহম্মেদ চুয়াডাঙ্গায় যোগদানের পর থেকেই নানা অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়েন। প্রশাসনের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা না করেই তিনি নিজের ইচ্ছে মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

এমনকি তার অফিসের অফিস সহকারী ওসমান খানকেও অন্তরালে রেখে সরকারি অর্থ তছরুপ করে নামকাওয়াস্তে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন।

গত ৩০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া অফিসার নিজেই এ

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করে। এসময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কাউকেই সেখানে দেখা যায়নি। আবার আগামী ২৬ নভেম্বর অনেকটা সঙ্গোপনেই তিনি এ কার্যক্রমের সমাপ্তি টানতে যাচ্ছেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

সাংবাদিকদের নিকট জেলা ক্রীড়া অফিসার আমিনুল্লাহ আহম্মেদ জানান, ৩২ হাজার ৮০০ টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতি মাসেই কোন না কোন ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকে। সেসব প্রশিক্ষণ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কি না সে বিষয়ে তিনি কিছু বলতে চান নি।

অভিযানে আরো জানা গেছে, মাখালডাঙ্গা-দ্বীননাথপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষার্থীকে সাঁতারের বিভিন্ন কৌশল শেখানো হচ্ছে। যে কয়দিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে সে কয়দিন প্রশিক্ষনার্থীদের মাথা-পিচু নাস্তা বাবদ দেওয়া হয়েছে ১০-১২ টাকা করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষককে দেওয়া হবে ১ হাজার ৫০০ টাকা।

ভেন্যু ভাড়া (পুকুর) দেওয়া হবে ৫০০ টাকা। এছাড়া বাকি টাকা কিভাবে খরচ হবে তার কোন ব্যাখ্যা দিতে চাননি ওই ক্রীড়া অফিসার।

এহসান নামে এক প্রশিক্ষনার্থীর অভিভাবক জানান, খুব বেশী হলেও ৫-৬ দিন মত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। যে দিন প্রশিক্ষণ হয় সেদিন ১০-১৫ জন মত ছাত্র উপস্থিত থাকে। অপর একটি সুত্রে জানা গেছে, সাঁতারের কৌশল তাদেরই শেখানো হয় যারা সাঁতার জানে। কিন্তু যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তাদের কেউ-ই ভালমত সাঁতার জানেন না। তাহলে নামকাওয়াস্তে সাঁতার প্রশিক্ষণের নামে সরকারি টাকা তছরুপ করা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন ব্যবসায়ী জানান, সম্প্রতি অনুষ্ঠিতব্য বঙ্গবন্ধু -বঙ্গমাতা জাতীয় গোল্ডকাপ (বালক-বালিকা) অনূর্ধ-১৭ (২০১৯) ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের জার্সি, প্যান্ট, হুজ, বল ও জুতা ক্রয় বাবদ অনেক টাকা ঘাপলা করেছেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আমিনুল্লাহ আহম্মেদ।

তিনি যে দোকান থেকে মালামাল ওর্ডার দিয়েছিলেন সে টাকা পুরোপুরি পরিশোধ না করে মূল টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা কম দিয়েছিলেন। একই সাথে আরো ১০ হাজার টাকার বেশী ভাওচার করে দিতে বললে সেই ব্যবসায়ী তাকে কোন বিল ভাওচার দেননি। পরে অন্য জায়গা থেকে বিল ভাওচার নিয়ে ভুয়া বিল-ভাওচার দাখিল করে অনেক টাকা আতœসাৎ করেছেন ওই কর্মকর্তা।

বিষয়টি তদন্ত করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে। উপেরোক্ত বিষয়গুলো তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নিলে চুয়াডাঙ্গা জেলা ক্রীড়া অফিসার আমিনুল্লাহ আহম্মেদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

গাংনীতে পাকা রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম

মেহেরপুরের গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া থেকে বাঁশবাড়িয়া পর্যন্ত নতুন রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক অনিয়ম করে যাচ্ছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমান এন্টাপ্রাইজ।

তাদের এ অনিয়মের অভিযোগ তুলে প্রথমে এর প্রতিকার চেয়ে এলাকাবাসি কাজ বন্ধ করে দেয়।পরে জেলা এলজিইডির কর্মকর্তার আশ্বাসে পূনরায় কাজ করতে দেয় এলাকাবাসি। কাজ শুরুর একদিন পর আবারও নিম্নমানের ইটের খোয়া দিয়ে রাস্তা নির্মাণ শুরু করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান।

কাজের অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন নিম্ন মানের ইটের কথা স্বীকার করে বলেন এখন কোন জায়াগায় ভাল ইট পাওয়া যাচ্ছেনা তাই নিম্ন মানের ইটের সাথে যতটুকু পারা যায় ভাল ইট মিশিয়ে কাজ করা হচ্ছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ভাল ইট না পাওয়া গেলে যে নিম্ন মানের ইট দিয়ে কাজ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

তারপরও দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য নিম্ন মানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে।

১১৪০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৩ মিটার প্রস্থ্য এ রাস্তার কাজে ব্যায় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৩ লক্ষ টাকা।

রবিবার বিকেলে স্থানীয়রা রাস্তার কাজের অসস্তুষ্ট হয়ে ক্ষোভ

প্রকাশ করলে গাংনী পৌরসভার প্রকৌশলী জামিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে আসেন।

তিনি নিম্ন মানের ইট সরিয়ে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিলেও তারা তার কথা অগ্রাহ্য করে নিম্ন মানের ইট দিয়ে কাজ চালিয়ে যান।

সাংবাদিকদের তিনি জানান, রাস্তা নির্মাণে যে মানের মালামাল ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া আছে সেইভাবেই কাজ করতে হবে এখানে কোন প্রকার অজুহাত চলবেনা।

নির্দেশ না মানতে পারলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এসময় তিনি কাজ বন্ধ রাখার জন্য বললেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তার কথায় কোন প্রকার কর্ষপাত করেননি।

এদিকে নি¤œমানের কাজের বিষয়ে স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিকদের মাধ্যমে বলেন এভাবে যদি নিম্ন মানের কাজ চলতে থাকে তাহলে আমরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এর প্রতিকার চাইব তারপরও যদি কাজ ভালভাবে না হয় তাহলে কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হব।

স্থানীয়রা আরও জানান ঐ এলাকার কিছু প্রভাবশালী নেতা বর্গকে হাত করে ঠিকাদারের লোকজন নিম্ন মানের মালামাল দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন যুবলীগের সম্মেলনের কারণে ঢাকায় আসায় তারা সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিম্ন মানের মালামাল দিয়ে কাজ করছে এমন কথা শুনে কাজ বন্থের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যতক্ষণ ভাল মালামাল দিয়ে কাজ করবেনা ততক্ষণ কাজ বন্ধ রাখা হবে রাস্তার কাজে কোনভাবেই অনিয়ম সহ্য করা হবেনা।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে ফেন্সডিলসহ সেলিম আটক

মেহেরপুরে ৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ সেলিম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ।

রবিবার রাত ৯ টার দিকে মেহেরপুর শহরের তাহের ক্লিনিক এর পিছন থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক সেলিম শহরের নতুন শেখ পাড়ার বাবু শেখে এর ছেলে।

এ বিষয়ে নিয়মিত মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের হাতে ১০গ্রাম হেরোইন সহ নাজমুল ও মানিক নামের দুই মাদক ব্যবসয়ী আটক হয়েছে।

রবিবার বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটক নাজমুল ইসলাম ও মানিক মিয়া আমদহ গ্রামের নজর আলী ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে মেহেরপুর থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। এ বিষয়ে নিয়মিত মামলা প্রক্রিয়াধীন।

বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন

“ আপনি নিজেকে লেখক, নিরপেক্ষ পরিচয় দেন। আপনার ফেসবুক ওয়ালে দেখি শুধু আওয়ামী সরকার বিরোধিতা, একটিও উন্নয়ন বা সাফল্যের লেখা নেই। একটু কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত!!

ফ্লাইওভারের কারনে নারায়নগঞ্জ থেকে ঢাকায় ঢুকতে দেড় ঘন্টা পরিবর্তে যখন ১৫মিনিট লাগলো তখন আনন্দে আপ্লুত হইয়া এই সরকাররে ধন্যবাদ দিয়া একটা স্ট্যাটাস দিয়েছেন কোন দিন??

অথচ ঘন্টা খানেক জ্যামে পরলে সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দেওয়ার সময় কোন চিন্তা করি না।
পদ্মা সেতু হইলে সাড়ে চার ঘন্টায় বরিশাল পৌঁছে কি আনন্দে সরকারকে ধন্যবাদ দিয়ে একটা স্ট্যাটাস দিবে কেউ কোনদিন? নাকি ব্রিজে টোল দেয়ার জন্য লাইনে থাকার জন্য সরকারের গুষ্টি উদ্ধার করবে?

আগে ছিলো মরা বিল, যেইখানে ময়লা আবর্জনা ঠাসা ছিলো, সেই হাতির ঝিলে সেলফী খিচতে খিচতে কোন দিন সরকাররে ধন্যবাদ দিয়েছেন?

ঢাকার শহরে বাস করে ২২ঘন্টার বেশি বিদ্যুৎ পাইয়াও এক ঘন্টার লোডসেডিং সহ্য করতে না পেরে সরকারের পিন্ডি চটকান, তখন কি একবার ভাইবা দেখছেন আগে ঢাকায় ১২ ঘন্টার বেশি কারেন্ট থাকতো না। ২০ হাজারের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন এর কারনে আলোক উৎসব হইছিলো। কই দিয়েছেন কি সরকারকে ধন্যবাদ?

মাধ্যমিক পর্যন্ত বই পাইতেছেন আপনারই আত্মীয়স্বজন, তাও জানুয়ারির এক তারিখ তিন কোটি বই পাইতেছে সারা দেশের শিক্ষার্থী, কই একটা স্ট্যাটাস দিয়াও তো সরকাররে ধন্যবাদ দিলেন না।

মেট্রো রেল হওয়ার সাথে সাথে মিরপুর থেকে মতিঝিল যাইবেন আধা ঘন্টায়, তখন কি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেইলা সরকাররে ধন্যবাদ দিবেন?? অথচ এখন সেই আপনাদের সময় বাচানোর জন্য রাস্তায় কাজ হইতাছে দেইখা একটু বেশি সময় জ্যামে থাকেন দেইখা সরকারের গুষ্টি উদ্ধার কইরা স্ট্যাটাস দিতে কিন্তু ছাড়েন না।

দেশে এত এত উন্নয়ন হইছে সেইটা চোখে পড়ে না? বোমা হামলা নাই, গ্রেনেডে হামলা নাই, শান্তিতে আছি তাই ভালো লাগে না।

যে ভাল কাজ করে তাকে তার কাজের জন্য বাহবা দিতে হয়,তাকে আরো কাজ করার প্রেরনা দিতে হয়, তবেই না আমাদের দেশ টা এগিয়ে যাবে,একজন একা কখনো

দেশটাকে বদলে দিতে পারে না,সবাই মিলে যার যার যায়গা থেকে এগিয়ে এলেই তৈরি সম্ভব আমাদের সোনার বাংলা,,,,

গ্রামে যান, জিজ্ঞাসা করুন। গ্রামের প্রায় বাড়ীতে মোটরসাইকেল, টিভি ফ্রিজ। মংগা নেই, সার সংকট নেই, সেচ সংকট নেই, প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুৎ, গ্রামের মানুষ দরজা খুলে ঘুমায়, চোর ডাকাতের উৎপাতের চিন্তায় পাহারা দেয়া লাগে না।

কয়েক বছর আগেও নাইট কোচে ঢাকায় আসতাম। গাবতলি পৌঁছালে ভোর ৩ টা থেকে গাবতলিতে বসে থাকতে হতো সকাল না হওয়া পর্যন্ত। এখন যখন গাড়ী থেকে নামি তখন বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। গাবতলির ৮ নং গাড়ি ছিল পকেটমার আর মলম পার্টির নিয়ন্ত্রনে। এখন কি তা কমে যায় নি?

আগারগাও- মিরপুর তালতলায় রাত ৮ মানে হরহামেশা ছিনতাই। সন্ধ্যার পর মহিলাদের জন্য ছিল একপ্রকার কারফিউ। এখন শুধু ঢাকা না, গ্রামের মানুষরাও গভীর রাত পর্যন্ত চলাফেরা করে। চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়।

মতিঝিলে গুলি বোমা মেরে টাকা ছিনতাই হতো না, এমন কোন দিন কি ছিল? এখন কয়দিন এমন ঘটনা শুনতে পান? টিআইবি বলছে, দুর্নীতিতে আগে ছিলাম ১ এখন ১৭/১৫। মানে দুর্নীতিও কমেছে। সূচক পয়েন্ট অনেক ভাল।

আপনারা বলছে, টাকা লুট হয়ে গেছে আওয়ামী লীগ আমলে। বিএনপির সময় তো হয় নি, আমার প্রশ্নঃ তাহলে বিএনপির আমলে কেন নিজ টাকায় পদ্মা সেতু হয় নি, হাতিরঝিল হয় নি, এতোগুলো ফ্লাইওভার হয় নি, বিদ্যুতকেন্দ্র হয় নি, পারমানবিক প্রকল্প হয় নি, মেট্রোরেল হয় নি, নিজস্ব স্যাটেলাইট হয় নি, ১০০ অর্থনৈতিক জোন হয় নি, দুটি নয় একটিও সমুদ্রবন্দর হয় নি, এলএনজি গ্যাস আসে নি? রেল ব্যবস্থায় হাত দেয় নি? মেগা প্রকল্প বলতে বিএনপির একটা প্রকল্পের নাম কি বলা যাবে? গড় আয় ১০ বছরে ১০০০ মার্কিন ডলার বেড়ে দাড়িয়েছে ২০০০ মার্কিন ডলার হিসাব আছে?

টেন্ডারবাজী রোধে ই-টেন্ডার চালু হয়েছে। বলবো না এই দেশ রাতারাতি ইউরোপ আমেরিকা হয়ে গেছে, তবুও সরকারী দলের এমপি মন্ত্রী হয়েও জেলে যাওয়ার নজীর সৃষ্টি হয়েছে।

সমুদ্রসীমানা আদায়ে, সিটমহল সমস্যা সমাধানে বিএনপি কি করেছিল? তথ্য-প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে গেছে দেশ। এক্ষেত্রেও বিশ্বের কাছে রোল মডেল। সরকারের ক্রটি নেই তা বলা যাবে না তবে অর্জন যা হয়েছে তা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। অন্য দল যা পারে নি তাই পেরেছে আওয়ামী লীগ।

দোষ ক্রটি, ভাল মন্দ সব নিয়ে লিখুন, তাহলে বলবো আপনি নিরপেক্ষ। অথবা আপনিও আমার বা অন্যের মতো দল করেন, স্বীকার করুন। নিরপেক্ষ দাবি করলে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

লেখকঃ এম.এ.এস ইমন সদস্য, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

গাংনীতে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে সার্ভিসিং ক্যাম্পেইন

গাংনীতে এসিআই মটরস এর উদ্যোগে সার্ভিসিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার গাংনী উপজেলার মালশাদহ গ্রামে সকাল ১০ থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পেইন এ প্রায় শতাধিক ইয়াহামা মটরসাইকেলকে ফ্রী সার্ভিসিং করা হয়।

পরে গ্রাহকদের নিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলা ও পুরুষ্কার বিতরনীর অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, এ সি আই মটরস এর সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার মামুন, হোসেন মটরসাইকেল গ্যালারীর ম্যানেজিং ডিরেকক্টর মুছাইদ আলম

প্রমুখ।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ, সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল

যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে শেখ ফজলে শামস পরশ সংগঠনটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন মাইনুল হোসেন খান নিখিল। আগামী তিন বছর তারা সংগঠনটির দায়িত্ব পালন করবেন।

শনিবার রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যুবলীগের ৭ম কংগ্রেস শেষে দ্বিতীয় অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনে তাদের নাম ঘোষণা করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

পরশ যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শেখ ফজলুল হক মনির বড় ছেলে। এছাড়া নিখিল ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন নিখিল।

তৃণমূল থেকে উঠে আসা এ যুবনেতা বৃহত্তর লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সক্রিয় সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে জড়ান। পরে মিরপুরে ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক থেকে মহানগর ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন। ধার্মিক ও পরোপকারী ব্যক্তি হিসেবে তার ক্লিন ইমেজ রয়েছে।